মেদিনীপুর মেডিকেল হাসপাতালে অগ্নিনির্বাপক প্রশিক্ষণ

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেদিনীপুর ঃ অগ্নিকাণ্ডের পরে সতর্ক হবার জন্য মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে সমস্ত কর্মীদের প্রশিক্ষণ হল। মেদিনীপুর দমকল বিভাগের প্রশিক্ষকেরা বৃহস্পতিবার চিকিৎসক, নার্স থেকে হাসপাতাল সুপার সকলকেই প্রশিক্ষণ দিলেন। প্রত্যেককেই হাতে ধরে আগুন নেভানো কৌশল ও সেই মুহূর্তে সংকীর্ণ পরিস্থিতি তাতে অগ্নিকাণ্ড ঘটলেই সকলকে স্থানান্তর করাও মুশকিল হবে। তাই আগাম প্রস্তুতিও সতর্কতা হিসাবে এই প্রশিক্ষণ হলো। প্রসঙ্গত, মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মেডিকেল কলেজ ছাড়াও হাসপাতালের পাঁচটি বড়ো বিল্ডিং রয়েছে। সেখানে প্রতিদিনই কয়েক হাজার রোগী চিকিৎসা করান। কয়েকশো কর্মী এই সমস্ত রোগীদের পরিষেবা দিয়ে থাকেন। রোগীর পরিমাণ এত বেশি থাকে যে, বিশাল পাঁচটি বিল্ডিংও সংকীর্ণ মনে হয়। এই পরিস্থিতিতে কলকাতার মেডিকেল কলেজের মতো অগ্নিকাণ্ড ঘটনা ঘটলে কিধরনের বিপদ হতে পারে তার আশঙ্কা করেই সতর্ক হলেন এই হাসপাতালের চিকিৎসকরা। উদ্ধার হওয়ার রাস্তা শেখালেন দমকম কর্মীরা। ভিডিও চালিয়ে দেখানোও হয়েছে বিভিন্ন অগ্নিকাণ্ডের ও তা থেকে উদ্ধার হওয়ার। মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ পঞ্চানন কুণ্ডু বলেন, চারিদিকে যা হচ্ছে তার কথা ভেবেই এই সাবধানতা অবলম্বনের চেষ্টা। আমরা প্রায় দমকল বিভাগকে ডেকে প্রশিক্ষিত হওয়ার চেষ্টা করেছি। কারণ যা

তিতলির জেরে হোটেল ফাঁকা দিঘায়

নিজস্ব সংবাদদাতা, দিঘা ঃ প্রতিবেশি রাজ্য ওড়িশায় তাণ্ডব করলেও এই রাজ্যে তেমন কোনও প্রভাব পড়ল না ঘূর্ণিঝড় তিতলি'র। তবে বুধবার রাতে থেকেই ঝড়ো হাওয়ার কারণে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার সৈকত শহর দিঘা, মান্দারমণি, তাজপুর, শঙ্করপুরে সমুদ্র উত্তাল ছিল। সমুদ্রের এই ভয়ঙ্কর রূপ দেখতে প্রাকৃতিক দুর্যোগ মাথায় নিয়েই রাতেও বহু পর্যটক সী বীচ এলাকায় চলে আসেন। এর জেরে নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে জোরালো করেছে পূর্ব মেদিনীপুর জেলা প্রশাসন। আবহাওয়া খারাপ থাকার কথা আগাম পাওয়ার পরে হোটেল বুকিং থাকা সত্ত্বেও অনেক পর্যটক দিঘামুখী হননি। আবার যাঁরা রোমাঞ্চপ্রিয়, তেমন পর্যটকরা আবার বুধবার সকাল থেকেই ভিড় করছেন দিঘায়। তিতলির প্রভাবে বুধবার সন্ধ্যা থেকেই উত্তাল হয়ে উঠল দিঘা সমুদ্র। পুরানো দিঘায় প্রায় পাড়ের কাছে এসে ধাক্কা মারছে। এর জেরে সমুদ্রের গর্জনের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে বেশ খানিকটা দূর থেকেই। পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করে যাতে কেউ সমুদ্রের ধারে চলে আসতে না পারে তার জন্য অনেকটা আগেই দড়ি বেঁধে ব্যারিকেড তৈরি করে দেওয়া হয়েছে পুলিশের থেকে। বৃহস্পতিবার থেকে সকাল থেকেই লাগাতার সতর্কতামূলক মাইকিং প্রচার শুরু হয়েছে সমুদ্রের পাড়ে। কোনও ভাবে যেন জলে নেমে কেউ বিপদ না ডেকে আনেন। গত ২৪ ঘন্টায় দিঘায় ১৪০ এবং কাঁথিতে ১০২ মিমি বৃষ্টিপাত হয়েছে।

তিতলির জেরে রামনগর-১ ব্লক ক্ষতিগ্রস্ত

নিজস্ব সংবাদদাতা, রামনগর ঃ প্রাকৃতিক দুর্যোগ তিতলীর জেরে বুধবার সকাল থেকে দফায় দফায় বৃষ্টি লেগেই ছিল। সেই সঙ্গে দোসর হয়েছে ঝোড়ো হাওয়ার। এর জেরে বুধবার রাতে উত্তাল হয়ে ওঠে সমুদ্র। এর জেরে রামনগর ১ ব্লকের জলধা, তাজপুর, জ্যামড়া, শ্যামপুর, চাঁদপুরে সমুদ্রের বাঁধ উপচে জল ঢুকে পড়ে পার্শ্ববর্তী এলাকায়। ঘটনার খবর পেয়ে রাতেই সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকা পরিদর্শনে যান রামনগর-১ এর বিডিও আশীষ কুমার রায়, সভাপতি শম্পা মহাপাত্র এবং সহ-সভাপতি নিতাইচরণ সার। জ্যামড়া, শ্যামপুর গ্রামের বাসিন্দা শুভাশিস দাস বলেন, বুধবার সকাল থেকে জোয়ারের ফলে বাঁধ উপচে সমুদ্রের জল ঢুকে বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হয়, অনেকের বাড়িতেও জল উঠে যায়। চাষের জমিও বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। রাতেই বিডিও অফিসে জানানো হয়। পাশাপাশি জ্যামড়া, শ্যামপুর শিশু শিক্ষা কেন্দ্র থেকে তাজপুর যাবার প্রায় আধ কিলোমিটার রাস্তা জলের তোড়ে পুরোপুরিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। স্থানীয় বেশ কয়েকজনের পুকুর সহ মাছেরা ভেড়ি ভুবে গেছে। রামনগর-১এর বিডিও আশীষ কুমার রায় বলেন, জ্যামড়া, শ্যামপুর থেকে তাজপুর যাওয়ার 'মেরিন ড্রাইভ' রাস্তাটির প্রায় হাফ কিলোমিটার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ওই রাস্তাটি ভেঙে চুড়মার হয়ে গিয়েছে। সমুদ্রের লবণাক্ত জল ঢুকে চাষের জমিরও ক্ষতি হয়েছে। সেগুলি সম্পর্কে উচ্চ পদস্থ আধিকারিকের কাছে রিপোর্ট পাঠাচ্ছি। রামনগর-১ ব্লক সভাপতি শম্পা মহাপাত্র বলেন, বৃহস্পতিবার সকালে ওই সমস্ত উপকূলবর্তী এলাকা থেকে জল সরেছে। আতঙ্কিত হবার কোনও কারণ নেই। বিপদ হলে আমরা উপকূলের বাসিন্দাদের নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করবো। তাজপুরের সাইক্লোন সেন্টার প্রস্তুত রাখা হয়েছে। পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পরিষদের সভাধিপতি দেবব্রত দাস বলেন, আমি ব্লক প্রশাসনের কাছে সমস্ত ক্ষয়ক্ষতির রিপোর্ট দ্রুত চেয়ে পাঠিয়েছি।

লোকালয়ে পাইথনের হানা, মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা, লক্ষণপুর ঃ পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার শালবনী থানার অন্তর্গত লক্ষণপুর গ্রামে জঙ্গলের পাশে থাকা এই গ্রামের লোকজন সকালে গ্রামের পাশের পুকুরে নিজেদের হাঁসগুলিকে ছেড়ে দিয়েছিলেন। কিছুক্ষণ পরে হাঁসগুলির চেঁচামেচিতে খানিকটা সন্দেহ হয়। পরে হাঁসগুলি খোঁজ করতে গিয়ে দেখেন পুকুরের পাশে রাস্তার ওপরে বিশাল এক পাইথন একটি হাঁসকে গিলে পড়ে রয়েছে। সাপটিকে লাঠি দিয়ে আঘাত করলে সেটি ফুলে গিয়ে ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করে। এতেই আতঙ্কিত হয়ে গ্রামবাসীরা সাপটিকে পিটিয়ে মেরে ফেলে। বনদফতরের মেদিনীপুর ডিভিশনের ডিএফও রবীন্দ্রনাথ সাহা বলেন, ওটি একটি পাইথন ছিল। জঙ্গল থেকে কোনওভাবে লোকালয়ে চলে এসেছিল খাবারের খোঁজে। বুধবারই খাবারের খোঁজে জঙ্গল থেকে লোকালয়ে প্রবেশ করে। কিছুদিন আগে একটি বুপড়ি বাড়িতে থাকা হাঁড়িয়া ও মদ খেয়ে ফেলেছিল একটি দাঁতাল হাতি। এরপর মত্ত হাতিটি দাপিয়ে বেড়িয়েছিল লোকালয়ে। তবে তেমন ক্ষতি করেনি। এবার লোকালয়ে ৮ ফুট পাইথন। তবে গ্রামবাসীদের হাতে মৃত্যু হল সাপটির।

মেদিনীপুর আদালত চত্বরে মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেদিনীপুর ঃ মেদিনীপুর আদালত চত্বরে উদ্ধার হল এক বৃদ্ধের দেহ। মৃত ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথ বেরা (৭২), মেদিনীপুর শহরের বাসিন্দা। মেদিনীপুর আদালতের ভেতরে বার এ্যাসোসিয়েশনের অফিসে লাইব্রেরিয়ান ছিলেন তিনি। বৃহস্পতিবার সকালে তাঁর দেহটি জেলা আদালতের পাশে থাকা সি জেএম কোর্টের পাশেই একটি ঝোপে পাওয়া গিয়েছে। শরীরে প্রাথমিকভাবে বেশ কিছু ক্ষত দেখতে পেয়েছেন অন্যান্য কর্মীরা। আদালতের আইনজীবী মৃণাল কান্তি চৌধুরী বলেন, দীর্ঘদিনের পুরনো ও ভালো কর্মী ছিলেন তিনি। সম্ভবত গতকাল রাতে তাঁর মৃত্যু হয়ে থাকতে পারে। তবে এই মৃত্যু স্বাভাবিক বলে মনে হচ্ছে না। এই মৃত্যুর প্রকৃত তদন্তের দাবি করছি। কতোয়ালী থানায় পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে তদন্ত শুরু করেছে।

মহিলার পচাগলা দেহ উদ্ধার

নিজস্ব সংবাদদাতা, দিঘা ঃ নন্দকুমারে জাতীয় সড়কের নয়নজলি থেকে উদ্ধার হল এক মহিলার পচাগলা মৃতদেহ। বৃহস্পতিবার সকালে হেঁড়িয়ার নয়নজলি থেকে এক মহিলার মৃতদেহ ভাসতে দেখেন স্থানীয় বাসিন্দা। এরপর তাঁরা হেঁড়িয়ার ফাঁড়িতে খবর দেন। পুলিশ এসে নয়নজলি থেকে ওই মহিলার পচাগলা মৃতদেহ উদ্ধার করে। মৃতদেহটি কাঁথি মহকুমা হাসপাতালে ময়না তদন্তে পাঠিয়েছে পুলিশ। মৃত মহিলার পরিচয় জানতে পারেনি পুলিশ। মৃত মহিলা ভবঘুরে বলে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান। হেঁড়িয়ার পুলিশ ফাঁড়ির আই সি অভিজিৎ পাত্র বলেন, মৃতদেহের ময়না তদন্তের রিপোর্ট এলে মৃত্যুর কারণ পরিষ্কার হবে। আই সি আরও বলেন, মৃত মহিলা ভবঘুরে।

তিতলির আতঙ্কে হৃদরোগে মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা, মান্দারমনি ঃ প্রাকৃতিক দুর্যোগ তিতলীর আতঙ্কে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হল এক মহিলার। ঘটনাটি পূর্ব মেদিনীপুর জেলার মান্দারমনি কোস্টাল থানার চাঁদপুর গ্রামে। মৃত মহিলার নাম গীতারানি জানা (৪৫)। পরিবারের লোকেদের দাবি, তিতলীর প্রভাবে বুধবার রাত থেকে উত্তাল হয়ে ওঠে সমুদ্র। জলোচ্ছ্বাসে বাঁধ পেরিয়ে ভেসে যায় ধান জমি ও পুকুর। আর সেই সময়ে আতঙ্কে হৃদরোগে আক্রান্ত হন গীতাদেবী। কাঁথি মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসরা তাঁকে মৃত বলে জানান। এর জেরে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। এলাকার বাসিন্দাদের অভিযোগ, প্রতিনিয়ত সব সময় বাঁধ পেরিয়ে জল ঢুকে আর প্রশাসন আসে আশ্বাস দিয়ে চলে যান। বাঁধ মেরামতি করার কোনও হেলদোল নেই বলে স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ। যদিও এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন রামনগর-১ ব্লকের বিডিও আশীষ রায়। তিনি বলেন, অন্য কোনও কারণে আতঙ্কিত হতে পারেন এই মহিলা। স্পষ্ট করে প্রাকৃতিক দুর্যোগকে দায়ি করা যায় না।

রামনগরে প্রবল বৃষ্টিতে বিদ্যুতের ট্রান্সফর্মার বিকল, ভোগান্তি

নিজস্ব সংবাদদাতা, রামনগর ঃ নিম্নচাপের জেরে প্রবল বৃষ্টিতে বিদ্যুতের ট্রান্সফর্মারের ডিস ভেঙে বিপত্তি। বুধবার বিকেলে এই ঘটনাটি ঘটেছে রামনগর-১ ব্লকের বাধিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তর বাধিয়া গ্রামে। এই ঘটনার ফলে পুরো গ্রামে এখন লোডশেডিং। প্রায় ২৪ ঘন্টা কেটে গেলেও ওই গ্রামে বিদ্যুতের এখনও দেখা নেই বলে বাসিন্দাদের অভিযোগ। তবে গ্রামবাসীদের দাবি, বিদ্যুৎ বন্টন সংস্থায় অভিযোগ জানিয়েও কোন লাভ হয়নি। স্থানীয় গ্রামের বাসিন্দা হাবু মাইতি বলেন, ঝড়বৃষ্টির রাতে বিদ্যুৎ না থাকায় খুবই সমস্যা হচ্ছে। রাতে ঘরের বাইরে বেরোতেও খুব ভয় লাগছে। আর এক বাসিন্দা আশীষ মাইতি বলেন, বিদ্যুৎ না থাকায় জল উত্তোলনের সাবমার্শিবল পাম্প না চলায় অনেক দূর থেকে জল বহন করে আনতে হচ্ছে। বিদ্যুৎ বন্টন সংস্থাকে ফোনে একাধিকবার সমস্যার কথা জানিয়েও কোন লাভ হয়নি। স্থানীয় প্রাথমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষক সত্যজিৎ মাইতি বলেন, বিদ্যুৎ না থাকায় জল উত্তোলনের সাব মার্শিবল পাম্প না চলায় উত্তর বাধিয়া প্রাথমিক স্কুল ও অঙ্গনওয়াড়িতে মিড ডে মিল রান্নায় সমস্যা হচ্ছিল। অনেক দূর থেকে জল বয়ে আনতে হচ্ছিল শিক্ষক, পড়ুয়া ও রাঁধুনিদের। শুভদীপ মাইতি নামে এক কলেজ পড়ুয়া বলেন, ঝড়বৃষ্টির রাতে বিদ্যুৎ না থাকার জন্য পড়াশোনায় খুবই সমস্যা হচ্ছে। বেশিক্ষণ পড়াশোনা করতে পারছি না। তবে জানি না কবে এই সমস্যার সমাধান হবে। বিশ্বজিৎ মাইতি নামে এক স্থানীয় বাসিন্দা জানান, গ্রামের কারুর বিদ্যুতের বিল বাকি নেই, সেক্ষেত্রে ট্রান্সফর্মাটি সারাতে এত গড়িমসি করছে কেন বিদ্যুৎ দপ্তর? তা বুঝতে পারছি না। তাহলে কি আমাদের অন্ধকারে থাকতে হবে! এই প্রসঙ্গে দিঘা বিদ্যুৎ বন্টন সংস্থার আধিকারিক অংশুমান নাগ বলেন, বিষয়টি আমার জানা নেই। তবে কেউ অভিযোগ জানালে খতিয়ে দেখব।

রামনগর-১ ব্লকের বিডিও আশীষ কুমার রায় বলেন, আমার কাছে নির্দিষ্ট কোনও অভিযোগ আসেনি। তবে আমি বিদ্যুৎ বন্টন সংস্থার আধিকারিককে নির্দেশ দিয়েছি অবিলম্বে এই সমস্যার সমাধান করার জন্য।

যৌন হেনস্থার অভিযোগে শিক্ষকের বিরুদ্ধে

নিজস্ব সংবাদদাতা, ভগবানপুর ঃ পড়া নেওয়ার নাম করে এক ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রীকে যৌন হেনস্থার অভিযোগ উঠলো স্কুলের এক শিক্ষকের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে ভগবানপুর মনোহরপুর বান্ধব হাইস্কুলে। বৃহস্পতিবার কীর্তিমান শিক্ষকের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে ছাত্রছাত্রীরা ও অভিভাবক ওই স্কুলে বিক্ষোভ দেখান। বৃহস্পতিবার সকালে এলাকায় শতাধিক অভিভাবক ও গ্রামবাসীরা স্কুলে ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখান। ওই ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রীর মায়ের অভিযোগ, বুধবার স্কুলের শিক্ষক কাঞ্চন বেরা পড়া নেওয়ার নাম করে শ্লীলতাহানি ও যৌন হেনস্থা করে। এরপর ছাত্রী বাড়ি ফিরে কান্নায় ভেঙে পড়ে। তারপর ছাত্রীর পরিবারের লোকেরা গ্রামের লোকেদের জানান। বৃহস্পতিবার সকালে অভিযুক্ত শিক্ষকের শাস্তির দাবিতে স্কুলে বিক্ষোভ দেখান। স্কুলের প্রধান শিক্ষক বিষ্ণুপদ ঘোষাল বলেন, ছাত্রীর পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে ঘটনাটি জানতে পারেন। ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বলেন, এই ছাত্রীর পরিবারের তরফ থেকে স্কুলে অভিযোগ জানানো হয়েছে। তিনি এই বিষয়টি আলোচনা করে দেখছেন। অভিযোগের সত্যতা প্রমাণিত হলে অভিযুক্ত শিক্ষক শাস্তি পাবেন। ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রীর মা অভিযোগ করে বলেন, এমন শিক্ষকের পড়ানোর অধিকার নেই। যদিও ওই শিক্ষকের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। শিক্ষক কাঞ্চন বেরার মোবাইলের সুইচ বন্ধ ছিল। এই ঘটনায় ভগবানপুর থানায় কোনও অভিযোগ দায়ের হয়নি।

নন্দীগ্রাম জোয়ার ভরা ক্লাবের থিম বটবৃক্ষ

অনিমেষ বেরা, নন্দীগ্রাম ঃ পৃথিবীর তাপমাত্রা একটু একটু করে বাড়ছে। সেই সঙ্গে বাড়ছে বিশ্ব উষ্ণায়নের বিপদ। আর মানুষের দ্বারা নষ্ট হচ্ছে বিভিন্ন প্রজাতির বড় বড় গাছ। সেই ভাবসাম্য লক্ষ্যের নন্দীগ্রাম নতুন উদ্যোগ পরিবেশকে কীভাবে সুন্দর সচেতনতাভাবে সকলের কাছে সামনে আনা যায় সেই ভাবনার পাশাপাশি, এই অবস্থায় প্রকৃতির রোষ থেকে বাঁচতে দেবী দুর্গারই আরাধনায় ব্রতী হয়েছে নন্দীগ্রামের জোয়ারভরা ক্লাব। তাদের এবারের থিম 'সবুজায়ন'। পুজো কমিটির সভাপতি স্বর্ণেন্দু সাঁতরা, কোষাধ্যক্ষ অভিজিৎ মাইতি সহ পুজো কমিটির সকল সদস্যরা গভীর নিমগ্নচাপ ও তিতলি ঝড়কে উপেক্ষা করে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতিতে তাদের ব্যবস্থাতা এখন চোখে পড়ার মতো। দিনরাত এক হয়ে দেবী দুর্গার আরাধনা ও বোধনের ব্যস্ততা। উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন, এবছর তাদের পুজো ২৯তম বছরে পদার্পণ করলো। এই মণ্ডপ সজ্জায় যাঁরা কাজ করছেন,

তাঁরা স্থানীয় হলেও রাজস্থান, দিল্লী, গুজরাট বিভিন্ন এলাকায় মণ্ডপ সজ্জার কাজ করে থাকেন সারা বছরই। পুজা কমিটির কোষাধ্যক্ষ অভিজিৎ মাইতি বলেন, আমরা আজকের এই বিশাল আকারের বটবৃক্ষ করেছি কোন দূরের একজন মানুষ খুবই ক্লান্ত হলে তিনি একটি গাছের তলায় আশ্রয় নেন, সেই গাছটি যদি একটু বড়ো হয় তার তলা ঠান্ডা বেশি অনুভূত হয়। মানুষের মধ্যে এই সচেতনতা বাড়াতে আমরা প্রত্যেকে যেন একটি করে বড়ো গাছ লাগাই, এতে পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ হবে। পাশাপাশি পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা পাবে। এই প্যাণ্ডেলে কোনও প্লাস্টিক ব্যবহার করা হয়নি। এই বটগাছের যে পাতাগুলি দেখা যাচ্ছে তাও একটি ফাইবারের এবং বটবৃক্ষগুলি হয়েছে খড়, মাটি, চট ও দড়ি দিয়ে এবং বাঁশ ব্যবহার করে। আনুমানিক বাজেট ১ লক্ষ টাকা। শুধু পুজোর মণ্ডেই নয়, সারা বছর তাঁরা নানান সমাজসেবামূলক কাজের সাথে যুক্ত থাকেন।

পূর্ব মেদিনীপুরে শিশু সহায়ক, সহায়িকা সমিতির স্মারকলিপি

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্ব মেদিনীপুর ঃ বৃহস্পতিবার পূর্ব মেদিনীপুর জেলা শিশু শিক্ষা ও মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্রে (এসএসকে, এমএসকে)-এর সমস্যা সমাধানের দাবিতে জেলা আধিকারিক নোডাল অফিসারের নিকট শিশু সহায়ক-সহায়িকা সমিতির পক্ষ থেকে এক স্মারকলিপি পেশ করা হয়। উল্লেখ্য বিষয়, রাজ্যের শিক্ষক এবং সরকারি কর্মচারিগণ প্রতি বছর বেতন বৃদ্ধি সহ আর্থিক সুযোগ পেয়ে থাকেন। অথচ শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে এবং মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্রে পড়ানোর কাজে নিযুক্ত সহায়ক ও সহায়িকা এবং সম্প্রসারণ সহ একাডেমি সুপার ভাইজারদের গত ৭ বছর কোনও রকম বেতন বৃদ্ধি হয়নি। এমন কি পুজোর মুখে সেপ্টেম্বর মাসের বেতনও হয়নি। দুঃখের হলেও সত্য যে, এদের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মধ্যে পড়ানোর পাশাপাশি সমস্ত রকমের সরকারি কাজও করতে হয়। শিশু শিক্ষা সহায়ক ও সহায়িকা সমিতির জেলা সম্পাদিকা শিলা দাস দাবি করেন, চূড়ান্ত আর্থিক বঞ্চনার পাশাপাশি অনিয়মিত বেতন কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। তিনি আরও দাবি করেন, অবিলম্বে সেপ্টেম্বর মাসের বেতন সহ পুজোর বোনাস দিতে হবে। নচেৎ, আমরা জেলা জুড়ে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তুলবো।

উচ্চমাধ্যমিকে অনুমোদন মাউন্ট লিটেরা জি স্কুলের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কন্টাই ঃ মাউন্ট লিটেরা জি স্কুল, কন্টাই-এর মুকুটে যুক্ত হল আর একটি স্বর্ণোজ্জ্বল পালক। ২০১৮-১৯ শিক্ষাবর্ষ থেকে সি বি এস ই এর দ্বারা উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে অনুমোদন প্রাপ্তির এই আনন্দোজ্জ্বল মুহূর্তের সাক্ষী হয়ে রইলেন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক শিক্ষিকা, অভিভাবক ও অন্যান্য কর্মীবৃন্দ। ২০২০ সালে এই বিদ্যালয়ের দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রছাত্রীরা প্রথমবার সি বি এস ই এর দ্বাদশ শ্রেণির বোর্ডের পরীক্ষায় অবতীর্ণ হবে।

কলেবর কমলেও বেরা বাড়ির পুজো এখনও নস্টালজিক

নিজস্ব সংবাদদাতা, চণ্ডীপুর ঃ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার চণ্ডীপুর থানার বরাঘুনি গ্রামের বনেদিবাড়ির পুজোগুলির মধ্যে সবচেয়ে পুরানো ও প্রাচীন আনুমানিক প্রায় দেড়শ বছর ধরে পুজো করে আসছেন বেরা পরিবার। বর্তমানে সেই আর্থিক সামর্থ না থাকলেও রয়ে গেছে সেই পুরানো ঐতিহ্য ও পরম্পরা। সেই ঐতিহ্যই বাঁচিয়ে রেখেছে বরাঘুনি গ্রামের নিত্যানন্দ বেরা। জানা গেছে, ১৫০ বছর আগে রাধানাথ বেরা পুত্র সন্তান লাভের জন্য এই পুজোর সূচনা করেছিলেন। কিছুদিন পরে তাঁর একটি পুত্র সন্তান জন্মলাভ করে এবং তার

নাম রাখে গোপাল বেরা। এই বাড়ির উত্তরসূরীরা এখন নলিনীভূষণ বেরার ছেলে নিত্যানন্দ বেরা। আর্থিক দুরাবস্থার কারণে সারা বছর অব্যহেলায় পড়ে থাকা জমিদার বাড়ির পুজোর কয়েকদিন আগে থেকে ফের সেজে ওঠে। বিভিন্ন প্রান্তেছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা পরিবারের সদস্যরা মিলিত হন। জানা গেছে, আজও রীতি মেনে রথযাত্রার পরের কটা শুভ দিন ধরে কাঠামো পুজোর মধ্যে দিয়ে এখানে পুজোর সূচনা হয়। সেই দিনই প্রতিমা তৈরির কাজে হাত দেন শিল্পীরা। শুক্লা পঞ্চমী থেকে প্রতিপদ পর্যন্ত ৬ জন পুরোহিত পুজো করেন। ষষ্ঠীর দিন আমন্ত্রণ, অধিবাস ও বোধন হয়। সপ্তমীর দিন সকালে নবপত্রিকা স্নান করানো হয়। প্রাচীন ঐতিহ্য মেনেই সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী ও সন্ধিপুজো হয়। প্রাচীন নীতি মেনে সপ্তমী থেকে নবমী পর্যন্ত তিনদিন এখানে কুমারী পুজো হয় যা এই বাড়ির মহিলারা সমস্ত পুজোর কাজ করেন। দশমীর দিন অপরাজিতা পুজো। আগে এই পুজোতে বলি হলেও এখন আর বলি হয় না। এখন মাছ, মিষ্টি নিবেদন করা হয় মা দুর্গাকে। আগে আশেপাশে গ্রামের কয়েক হাজার মানুষ পাত পেরে খেতে যেতেন এই বাড়িতে। কিন্তু কালের নিয়মে সেই সব এখন অতীত। তবে কলেবর কমলেও এখনও বেরা বাড়ির পুজো এলাকার মানুষের কাছে অন্য রকম নস্টালজিয়া। তাই এই চারটি দিন এলাকার ৮ থেকে ৮০ সকল বয়সের মানুষেরা পুজো মণ্ডপে ভিড় জমান।